আলো

জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০২০

এ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যান্ড
এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স,
ওয়েস্ট বেঙ্গল- এর মুখপত্র

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক)

রাজ্যসম্মেলনের

কয়েকটি মুহূর্ত

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক)
রাজ্য সম্মেলন
17th (Bi-ennial) STATE CONFERENCE
Inaugurator
Sri Rajat Kumar Bandopadhyay

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক)
রাজ্য সম্মেলন

11-12th January 2020
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হল, গেট নং – ১০
Kanchan Jungha Stadium Hall, Gate No. – 10

11-12th
PAKRASHI

(দ্বি-বার্ষিক)
Shot on realme 3 Pro
By Kousik Samanta

PRESIDIUM

১১-১২ই জানুয়ারি ২০২০
11-12th January 2020
কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম হল
গেট নং - ১০

আলো e–সংখ্যা জানুয়ারী–এপ্রিল,২০২০

এ্যাসোসিয়েশন অব ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েষ্ট বেঙ্গল – এর মুখপত্র

–:সম্পাদক:–

অম্লান দে

সূচীপত্র

১. সম্পাদকীয়

২. সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

৩. সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলনে গৃহীত প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ

৪. রাজ্যসম্মেলনে গৃহীত দাবী প্রস্তাব

৫. গঠনতন্ত্র সংশোধনী

৬ ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্টের নির্যাস

৭.রাজ্যসম্মেলন থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী ও জোনাল সম্পাদকবৃন্দ

৮. জেলাকমিটির নির্বাচিত পদাধিকারীবৃন্দ

৯. শোক–সংবাদ

১০. জেলা সংবাদ – ক্রোড়পত্র

পরিকল্পনা ও রূপায়ণে –শুভ্রাংশু বসু

সম্পাদকীয়

ইলোরার থেকে রঙ নিয়ে শিকাগো শহরে দিয়ে আসা যাযাবর আজ গৃহবন্দী, তাসখন্দের মিনারে বসে গালিবের শের শোনা আজ কষ্ট কল্পনা। পৃথিবী আজ বন্দী চার দেওয়ালে। করোনা আবহে বদলে গেছে পৃথিবী, বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। আহ্নিক গতি ব্যতিরেকে পার্থিব সব গতি, জীবনের সব গতিপথ আজ রুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত বা প্রলম্বিত। অস্থির এক সময়ে অজানা সংক্রমণের আশঙ্কায় থর্ থর্ করে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী আজ অনুভব করছে সভ্যতার নতুন সংকট। থমকে গেছে সভ্যতার চাকা। আমাদের দেশ রাজ্য সবই আজ কোভিড-১৯ এর প্রতিরোধ কৌশলে গৃহবন্দী।

শিলিগুড়ি শহরের বুকে আমাদের প্রিয় সমিতির সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সার্বিক উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। সফল সম্মেলনের নির্যাস সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সাংগঠনিক দায়িত্ব মুখপত্রের ওপর ন্যস্ত। সেই দায়িত্ব রূপায়ণ পর্বের মধ্যেই করোনা অতিমারী থাবা বসায় এই দেশে ও রাজ্যে। কার্যতঃ মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশনা অসম্ভব হয়ে পড়ে ফলতঃ e-পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ। আমরা আশাবাদী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে পরিস্থিতি অনুকূল হলে মুদ্রিত পত্রিকা সংখ্যা আমরা পৌঁছে দিতে পারব সদস্যবন্ধুদের হাতে।

স্তব্ধতার মধ্যেও জীবনের দাবী ও প্রয়োজন থেমে থাকে না। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্য বা ব্যবস্থাপনা সবসময় পর্যাপ্ত হয় না, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক মূল্যবোধ থেকেই চেতনার ডাকে সাড়া দিয়ে দাঁড়াতে হয় নিরন্ন, বিপন্ন মানুষের পাশে সাধ্যমত প্রয়াসে সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও শাণিত চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠনের বিভিন্ন জেলা শাখা ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে গেছেন বিপন্ন মানুষের কাছে, মানবতার বার্তা নিয়ে যা এই আকালেও আমাদের প্রাণিত করে, স্বপ্ন দেখায়।

পাল্টে যাওয়া পৃথিবী কোন পথে যাবে, করোনা উত্তর পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কোন দিশায় অগ্রসর হবে সে উত্তর নিহিত আছে ভাবীকালের গর্ভে। আপাততঃ সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে আছে বিজ্ঞানের দিকে। সমস্ত সঙ্কীর্ণতারউর্ধ্বে উঠে মানব সভ্যতা আজ খুঁজছে উত্তরনের পথ।

আপাততঃ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানবিক দায়িত্ব পালন এবং চোয়াল কষা লড়াই এর পথের শেষে জয়ের স্বপ্ন দেখা, সভ্যতার এই সংকট কাটিয়ে উঠবে মানুষ বিজ্ঞানের হাত ধরে –

“ মানুষের বাঁচা মরা –

এখনো ভাবিয়ে তোলে

তোমাদের ভালোবাসা

এখনও গোলাপে ফোটে

*** *** *** *** ***

তাই স্বপ্ন দেখব বলে আমি দুচোখ মেলেছি। “

-: সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি :-

প্রিয় সাথী,

করোনা বা COVID-19 এর আক্রমণে আজ সারা বিশ্ব এক ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে এতবড় বিপর্যয় পৃথিবীর বুকে নেমে আসেনি। আমাদের দেশ ও রাজ্য এর ব্যতিক্রম নয়। মাসাধিককালের উপর লকডাউন সহ Physical distancing ইত্যাদি চলছে। এমতাবস্থায় আমরা প্রায় সকলেই Home isolation এ রয়েছি। ফলতঃ সভা-সমিতি সহ দপ্তরে উপস্থিত হয়ে সংগঠনের নানাবিধ কাজকর্ম করা সম্ভব হচ্ছে না। বিগত রাজ্য সম্মেলনের পর আমরা সমিতি দপ্তরে ২টি সম্পাদকমন্ডলীর সভা করতে পেরেছিলাম। পরিকল্পনা ছিল এপ্রিল/মে মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা করার। কিন্তু সে সুযোগ আমরা পাইনি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের কেবলমাত্র Social media-র (দূরভাষ সহ) উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যরা skype এর মাধ্যমে Cybetariat করার উদ্যোগ নিয়েছি এবং এখনও পর্যন্ত ৩টি সম্পাদকমন্ডলীর সভা সফলভাবে করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের মুখপত্র 'আলো' পত্রিকা প্রকাশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এখনও সম্পন্ন করতে পারিনি বাস্তবসম্মত কারণেই। তাই আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি 'আলো' পত্রিকার e-Version প্রকাশ করার জন্য যা আমাদের ওয়েবসাইট www.allowb.org -র মাধ্যমে আমাদের প্রিয় সদস্যবন্ধু সহ অন্যদের কাছেও পৌঁছে যাবে। পত্রিকার এই e-Version -র মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জরুরী কিছু সাংগঠনিক বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই লেখা।

আপনারা জানেন বিগত ১১-১২ই জানুয়ারী,২০২০ আমাদের প্রিয় সমিতির সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। অভ্যর্থনা কমিটি প্রতিনিধিদের থাকা-খাওয়া সহ সম্মেলনস্থলের সাজসজ্জা ও প্রচারকার্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে প্রতিপালন করেছেন যা আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে আগত কর্মী-নেতৃত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার ডঃ রজত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক দিব্যসুন্দর ঘোষ। ২৩টি জেলার ৩৭ জন প্রতিনিধি খসড়া প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন। আধিকাংশ প্রতিনিধির বক্তব্যই ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী। সমস্ত আলোচনাকে গুটিয়ে এনে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক। পরবর্তীতে প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে নতুন পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হন যা আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন। সমগ্র সম্মেলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সভাপতি প্রণব দত্ত, অন্যতম সহ-সভাপতি গৌতম সাঁতরা এবং সম্পাদকমন্ডলীর বর্ষীয়ান সদস্য অজিত দত্ত। রাজ্যের দূরবর্তীতম জেলা শহরে বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতায় সুদক্ষ পেশাদারিত্বের সঙ্গে এবং সর্বময় সাফল্যের সঙ্গে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার জন্য আমি অভ্যর্থনা কমিটিসহ সমগ্র সংগঠনের কর্মী নেতৃত্ব সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করব। প্রথমতঃ বিজ্ঞাপন সংগ্রহের যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা ধার্য্য করেছিলাম প্রায় প্রত্যেকটি জেলাই সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। কোন কোন জেলা লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশী সংগ্রহ

করেছে। দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তা হল SST সংগ্রহ যা প্রত্যেক সদস্য সংগঠনের প্রতি তার ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার নিরিখে প্রদান করে থাকেন। এবারের রাজ্যসম্মেলনের পূর্বেই প্রায় ৯০% সদস্য/ সদস্যা SST প্রদান করেছেন যা অভূতপূর্ব এবং সংগঠনের পথ চলার ক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী সাফল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে ক্যাডারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। SRO-II থেকে SRO-I পদে Promotion ৩০ জন আগেই পেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁদের এবং দূরবর্তী জেলায় যে সমস্ত SRO-I রা দীর্ঘদিন ছিলেন তাঁদের অধিকাংশকেই Home zone/District এ ফেরত নিয়ে আসার জন্য ৬৪ জন SRO-I এর Posting এর Order প্রকাশিত হয়। এই সময়কালে RI থেকে RO এবং RO থেকে SRO-II Promotion এর জন্য meeting হয়েছে। যতদূর জানা গেছে যথাক্রমে ৮০ জন ও ৭৭ জনের Promotion এর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও Promotion এর কোন Order প্রকাশিত হয়নি। ২৬ জন RO কে পুরুলিয়া জেলা থেকে withdraw করে বিভিন্ন জেলায় Posting করা হয়েছে। দু'একজন ছাড়া বাকীদের সুবিধাজনক Posting হয়েছে। এছাড়া কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলি ও আরো কয়েকটি জেলায় দীর্ঘদিন অবস্থানরত ৯২ জন RO কে অন্যত্র transfer করা হয়েছে। এই সমস্ত transfer এর ক্ষেত্রে rationality থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে authority এর খামখেয়ালীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। সংগঠন প্রতিটি ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখেছিল এবং প্রতিবাদও জারী ছিল।

আপনারা ইতমধ্যেই দেখেছেন যে COVID-19 র ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। গোটা দেশসহ আমাদের রাজ্যে কোটি কোটি অসংগঠিত শ্রমিক, পরিযায়ী শ্রমিক, প্রান্তিক মানুষ সম্পূর্নভাবে বে-রোজগার হয়ে পড়েছেন। ফলতঃ তাঁরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার তাগিদে 'লং মার্চ' আমরা দেখেছি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিশু শ্রমিকরা হাজারে হাজারে আটকে পড়েছে এবং দমবন্ধকর অবস্থায় প্রায় অভুক্তভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ১২ বছরের এক মেয়ের ঘরে ফেরার মরিয়া চেষ্টা ও ফলতঃ তাঁর মৃত্যুর ঘটনারও আমরা সাক্ষী। Lock down, social distancing, safety measures এ সবই বাস্তবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য। আমাদের দেশে অর্ধাহারে, অনাহারে থাকা মানুষ, খোলা আকাশের নীচে বাস করা মানুষ, বস্তিবাসী মানুষ, দিন আনি দিন খাই মানুষ – তাঁদের কাছে এগুলো আলাদা করে কোন অর্থ বহন করে না। তাঁরা হয়তো করোনা হওয়ার আগে না খেয়েই মারা যাবেন। এদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রায় হাত গুটিয়ে বসে আছে। শ্রমিক ততক্ষনই মানুষ যতক্ষন সে শ্রমদান করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। শ্রমদান করার ক্ষমতা বা সুযোগ না থাকলে আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সে অতিরিক্ত/ উচ্ছিষ্ট হিসেবেই বিবেচিত হয়। অধিকাংশ মিডিয়ার ভূমিকাও এক্ষেত্রে সদর্থক নয়। মিডিয়ায় প্রচারিত রাজনৈতিক তরজায় ঢেকে যাচ্ছে গণবন্টন ব্যবস্থার বেহাল দশা, ভগ্নপ্রায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা। চিকিৎসক, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সরকারী কর্মীরা 'নিধিরাম সর্দার' এর মতো প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন। সরকারী-বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে বেড খালি নেই - টাকার থলি হাতে নিয়ে বসে থাকলেও জায়গা পাওয়া যাবে না। Frontline-এ থেকে যারা লড়াই চালাচ্ছেন সেই চিকিৎসক, নার্স সহ

স্বাস্থ্যকর্মীরা ইতিমধ্যেই ভাল সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন এবং কেউ কেউ শহীদও হচ্ছেন। যা অবস্থা তাতে কোনো miracle বা গরীব মানুষের immunity ই বোধহয় আমাদের রক্ষা করতে পারে!

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা সংগঠনগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ-তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করব। এরই পাশাপাশি আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে প্রতিটি জেলায় সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধ্যমতো দুঃস্থ, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো। আমরা গর্বিত যে ইতিমধ্যেই ৮টি জেলা এই ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্ত রকমের safety measures/norms পালন করেই প্রায় সাড়ে ছয়শত মানুষের কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে। সংগঠনের এক ডাকে সদস্যরা অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে এই কর্মসূচী সফলভাবে প্রতিপালন করছেন। এই কাজে সংগঠনের নেতৃত্ব-কর্মী-সদস্যদের সদর্থক ভূমিকাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে আমরা এই ধারণায় বিশ্বাসী যে – 'কেবলমাত্র ক্যাডারস্বার্থ নয়, সামাজিক মানুষ হিসাবে আমাদের যে দায়বদ্ধতা তা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই'। আজকে এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে আমার সমগ্র সহযোদ্ধারা প্রমাণ করলেন যে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নয়, সংগঠনের নীতি-আদর্শের পথেই তাঁরা অবিচল আছেন। তা না হলে আমাদের মতো গুটি কয়েক নেতৃত্বের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব হতো না। সবথেকে বড় কথা আমাদের বহু সদস্যবন্ধু ব্যক্তিগত উদ্যোগেও নিয়মিতভাবে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। মানুষের পাশে থাকার প্রতিটি প্রচেষ্টাকেই আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে বলবো, COVID-19 পুনরায় আমাদের বহু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে – রাষ্ট্রের ভূমিকা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা না সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, minimum government এর তত্ত্ব না রাষ্ট্রের সামাজিক দায়বদ্ধতা, Trickledown theory না সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্র দ্বারা ভর্তুকিযুক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী জরুরি না কি সামরিক খাতে, ইত্যাদি। এই স্বল্প পরিসরে এত আলোচনার বাস্তবতা নেই। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে অবশ্যই এই সমস্ত আলোচনা আপনাদের সঙ্গে share করবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। হতাশার কোনো স্থান নেই। আমরা নিশ্চয়ই ঐক্যবদ্ধভাবে এই অতিমারীর বিরুদ্ধে লড়াইতে জয়ী হব এবং নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারব। যে কোনো প্রয়োজনে সদা সর্বদা সংগঠন আপনাদের পাশে আছে এই অঙ্গীকার করে আজকের মতো আমার কথা শেষ করছি।

৩০/০৪/২০২০

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ,

চঞ্চল সমাজদার

সাধারণ সম্পাদক

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলনে গৃহীত প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ : –

২. সমস্যা, দাবী-দাওয়া ও আন্দোলন

পরিস্থিতিগত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে এত ব্যাপকতর আক্রমণ সাধারণ মানুষের উপর ইতিপূর্বে নেমে আসেনি। স্বাভাবিকভাবেই সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের মতোই আমাদের ক্যাডারের মানুষজনও আক্রান্ত। আর্থিক বঞ্চনা থেকে শুরু করে শারীরিক আক্রমণ—কোনোটাই বাদ যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে সংগঠন তার মতাদর্শে অবিচল থেকেই নানা বাস্তবোচিত পথ অবলম্বন করে এই সমস্ত আক্রমণ মোকাবিলা করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা জারী রেখেছে। লড়াই-এ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সদস্যরা। সংগঠনের প্রতি তাঁদের আস্থা ও ভালোবাসাই আমাদের পাথেয় হয়েছে। বিগত দুই বছরের পথচলা অতি সংক্ষেপে নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

২.১.১ বিভাগীয় কাজের বোঝা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। শনি-রবি সহ ছুটির দিনগুলোতেও অফিস খোলা রেখে মিউটেশন, কনভারসন সহ অন্যান্য কাজ করতে হচ্ছে। নিয়মিত কর্মচারীদের সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট নেই। নতুন Recruitment সম্পূর্ণ বন্ধ। সামান্য কিছু অবসরপ্রাপ্ত ও চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের দিয়ে কোনোরকমে অফিসগুলি, বিশেষত ব্লক অফিসগুলি চলছে। ফলে জনপরিষেবায় ব্যাপক ঘাটতি হচ্ছে। তার ক্ষোভ এসে পড়ছে মূলতঃ BLLRO, RO-দের উপর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাস্তবতা বিবর্জিত আমলাতান্ত্রিক ফতোয়া। নিত্যনতুন ফরমান জারী হচ্ছে, যা অনেকাংশে বাস্তবতা মেনে কাজ করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ভুল-ভ্রান্তির সমস্ত দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মূলতঃ ব্লকস্তরের আধিকারিকদের উপর। প্রকৃত দুর্নীতিগ্রস্থদের আড়াল করা হচ্ছে। উপরন্তু তুচ্ছ ভুলের কারণে কাউকে কাউকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। বিগতদিনে সংগঠন অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘ লড়াই করে এরূপ কিছু আধিকারিকের D.P. সংক্রান্ত বিষয়ে ইতিবাচক সমাধান করতে পেরেছে। আরো কয়েকজনের ক্ষেত্রে এই লড়াই জারী আছে।

২.১.২ গোদের উপর বিষফোঁড়া হল মূলতঃ ব্লকস্তরে দালাল-মাফিয়া-দুস্কৃতিদের দ্বারা বর্গা, পাট্টা কর্তন সহ বেআইনী কাজ করার জন্য অনৈতিক চাপ তৈরি করা। এদের সাথে কখনো কখনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের একাংশ দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্ত হচ্ছেন। এমনকি একাংশের আমলারাও এরূপ চাপ তৈরি করছেন। বিগতদিনে সর্বোচ্চ স্তরের এক আমলার নির্দেশমতো বেআইনী কাজ না করার জন্য আমাদের এক আধিকারিককে তাঁর রোষের শিকার হতে হয়েছে। তাঁকে অসুবিধাজনক জায়গায় বদলী করা হয়েছে। প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তরে অনেকেই এ বিষয়টি জানেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের অপারগতার কথা ব্যক্ত করেন। আরো দু-একটি একই ধরনের ঘটনা আমাদের নজরে এসেছে। প্রতিটি ঘটনাতেই আমরা সাধ্যমত প্রতিবাদ জারী রেখেছি।

২.১.৩ মাটি, বালি, বোল্ডার, মোরাম সহ মাইনর মিনারেল এর রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে আইন থাকলেও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন হারে আদায় করতে বাধ্য করা হচ্ছে আমাদের ক্যাডারদের। এমনকি শোনা যাচ্ছে Blank Chalan-এও আমাদের আধিকারিকদের সই করাতে বাধ্য করা হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। ফলত: Raid Programme গিয়ে আমাদের আধিকারিকরা দুস্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রাণসংশয়ের মতো ঘটনাও ঘটেছে। আমরা সর্ব্বোচ্চস্তরে প্রতিবাদ জানালেও প্রশাসন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নীরব থেকেছেন।

২.১.৪ নানা পরিসরের মদতে দুর্নীতি লাগামছাড়া আকার ধারণ করেছে। জমি মাফিয়া-দালাল-ফোড়ে-দুস্কৃতীরা এদের সঙ্গে nexus তৈরি করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের কিছু আধিকারিকের দুর্বলতাও এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু বেশিরভাগই স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁরাই মূলতঃ সমস্যায় পড়ছেন। বিগতদিনে গড়ে মাসে কমপক্ষে একজন করে আধিকারিক আক্রান্ত হয়েছেন দুস্কৃতীদের দ্বারা। আক্রান্তদের মধ্যে সমস্ত সংগঠনের মানুষরা থাকলেও প্রতিবাদ করার সময় সমিতি নির্বিশেষে সকল আক্রান্তদের জন্যকেবলমাত্র আমরা একাই প্রতিবাদ করেছি। যদিও কালো ব্যাজ পরা ও প্রতিবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে বাস্তব কারণেই। অপর সংগঠনগুলির নেতৃত্বরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য এই সমস্ত বিষগুলিকে ধামাচাপা দিতে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে সমস্ত BLLRO-কে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

২.১.৫ একদিকে সীমাহীন দুর্নীতি অপরদিকে ব্যাপক কর্মচারী অপ্রতুলতা—বিশেষত ব্লকস্তরের অফিসগুলিকে vulnarable করে তুলেছে। মানুষ সঠিকভাবে যথাসময়ে পরিষেবা পাচ্ছেন না। মানুষের এই ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা। তাই সুকৌশলে সরকারী কর্মীদের মানুষের কাছে ভিলেন বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মিডিয়াও অনুরূপ ভূমিকা পালন করছে। স্বচ্ছনীতির অভাব, দুর্বল পরিকাঠামো এমনকি তথাকথিত নেতাদের দুর্নীতি—সমস্ত কিছুর দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে মূলতঃ ব্লকস্তরের কর্মচারী—আধিকারিকদের উপর। ফলশ্রুতিতে BLLRO ও RO-দের উপর শারীরিক আক্রমণ, এমনকি সন্দেশখালি-২ ও তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বি.ডি.ও-দের অফিসে ঢুকে বেধড়ক মারা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার।

২.১.৬ E-Bhuchitra-র ধারবাহিক updation হচ্ছে। Online mutation প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। Registration হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে automated mutation চালু হয়েছে। এগুলি সবই সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে হয়েছে বলে প্রচার করা হলেও সাধারণ মানুষ এখনও আশানুরূপ উপকৃত হননি। বরঞ্চ Big busines house, জমি মাফিয়ারা অনেকাংশে সুবিধা পাচ্ছেন বলে মনে হয়। E-Bhuchitra-র Connectivity-র সমস্যা এখনও বহুলাংশে বিদ্যমান। Online mutation করার ক্ষেত্রেও বাস্তবে নানারকম জটিলতা তৈরি হচ্ছে। আসল সমস্যা হল Field level-এ কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আধিকারিকদের কোনো মতামত না নিয়েই সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলত ভুক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ মানুষ এবং আমাদের মত Lower level-এর আধিকারিকরা। বিষয়গুলি নিয়ে সংগঠন লাগাতার প্রতিবাদপত্র/ Suggestion দিলেও সংগঠনের বক্তব্যকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

২.১.৭ ক্যাডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন—Gradation list, ACR, SAR, সঠিক সময়ে promotion, D.P./V.C-র দ্রুত নিস্পত্তি, confirmation, Identity Card ইত্যাদি কাজ অনেকাংশেই অবহেলিত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায়। বর্তমান ACR online-এ হওয়ায় কিছুটা সমস্যা মিটেছে। Gradation list uptodate করার জন্য সংগঠনের নিরন্তর প্রয়াস ফলপ্রসু হয়েছে। D.P./V.C.-র সঠিক সময়ে ও দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি করার জন্য সংগঠন নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী রেখেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য এলেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় সবক্ষেত্রে দ্রুত নিস্পত্তি ঘটানো যায়নি।

সঠিক সময়ে promotion আর্থিক দাবীর সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ সবসময়েই টালবাহনা করছেন। সংগঠনগুলির চাপাচাপিতে অবশেষে Promitionগুলি হলেও তা ভ্যাকেন্সির থেকে কম হচ্ছে এবং যথেষ্ট দেরী হওয়ার কারণে ক্যাডারের মানুষজন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

২.২. **প্রমোশন, ট্রান্সফার, পোস্টিং :**

এই তিনটি ইন্টাররিলেটেড বিষয়ে আমাদের ক্যাডারের তিনটি স্তরের বিষয়ে বিগত দুই বছরের ঘটনাক্রম সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

২.২.১ WBCS (Exe) পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিগত বছরগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যায় নতুন WBSLRS Gr-I আমাদের বিভাগে যোগদান করেছেন। যদিও প্রতিবছরই এদের একটি অংশ পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে অন্য দপ্তরে চলে যাচ্ছেন। ফলে নিয়মিতভাবেই R.O. পদে ভ্যাকেন্সী তৈরি হচ্ছে। R.I থেকে R.O. Promotion-এর ক্ষেত্রেও শিথিলতা কাজ করছে। নতুন WBSLRS Gr-I এর ট্রেনিং শেষে পোস্টিং-এর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম মানা হচ্ছে না। একেকবার একেক রকম parameter তৈরি করে পোস্টিং করানো হচ্ছে। ফলে কেউ কেউ বাড়ি থেকে কাছে পোস্টিং পাচ্ছেন আবার কেউ কেউ দূরতম প্রান্তে চলে যাচ্ছেন। এতে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে যা ক্যাডারের এক অংশের মনে ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছে। এর সঙ্গে রয়েছে Pick and choose যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

২.২.২ A, B, C Zone-এ যাদের ৩/৪/৫ বছর সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরাও সঠিক সময়ে Home district/ Zone-এ ফিরতে পারছেন না। সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে পুরুলিয়া জেলা নিয়ে। অধিকর্তার খামখেয়ালীপনায় পুরুলিয়া জেলায় ৫ বছর অতিক্রান্ত করার পরও নিজ জেলায় ফিরতে পারেননি এমন R.O.-রাও আছেন। পুরুলিয়াতে K.B. Cum attestation-র কাজের জন্য বিপুল সংখ্যায় R.O.-দের পোস্টিং হয়েছে। মানুষের কাজ দ্রুত শেষ করার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট নিয়মে যদি এই পোস্টিং এবং উইথড্রয়াল না হয় তাহলে কিছু মানুষ লাগাতার সাফার করবেন। এই জটিলতা কাটাতে সংগঠন সর্বোচ্চ পর্যায়ে লাগাতার agitate করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হতে পারেনি। ফলত এই R.O. রা নিজ জেলায় ফিরতে পারলেও বছর দুয়েকের মধ্যে প্রোমোশন পেয়ে আবার দূরবর্তী স্থানে বদলী হয়ে যাবেন। বাড়ির কাছাকাছি থাকার সুবিধা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

২.২.৩ R.O. থেকে SRO-II Promotion নিয়মিতভাবে হচ্ছে না। Vacancy fill up করার ক্ষেত্রে শিথিলতা কাজ করছে। এক সময়ে কেবলমাত্র আমাদের আন্দোলনের ফলেই ৩০১টা SRO-II পদবৃদ্ধি হয়ে SRO-II পদের সংখ্যা ৮৬১টি হয়েছিল। এর ফলে ৬/৭ বছরের মধ্যেই R.O. রা SRO-II পদে প্রোমোশন পাচ্ছেন। প্রোমোশনের পর প্রায় সবাইকে BLLRO হিসাবে পোস্টিং দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে অধিকর্তা প্রোপোজালতৈরি করছেন। তারপর দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে আদেশনামা প্রকাশিত হচ্ছে। এইরূপ পোস্টিং-এর ক্ষেত্রেও চরম সুবিধাবাদ বিরাজমান। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাইরের জেলায় কর্মরত SRO-II-দের Home-এ ফেরার বিষয়টি। ফলে সবমিলিয়ে দীর্ঘ তালিকা তৈরি হচ্ছে। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সমস্ত পোস্টিং চাহিদা মোতাবেক করা অত্যন্ত

কঠিন। এই জটিলতা মূলত তৈরি হওয়ার পিছনে কর্তৃপক্ষকে মদত দিয়েছে অপর দুটি সংগঠন। পূর্বে SRO-II-দের জেলায় পোস্টিং হতো। পরবর্তী সময়ে ADM & DLLRO-রা ভ্যাকেন্সী, কাজের চাহিদা ইত্যাদি মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট SRO-II-দের Block/Sub-divn./Dist.HQ-এ Posting করতেন। কিন্তু অপর ২টি সংগঠনের মদতে এখন পুরো বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে হচ্ছে। ওরা বলেছিলেন এর মধ্য দিয়ে নাকি আমাদের সম্মান বৃদ্ধি হবে আর এটা নাকি সার্ভিস হওয়ার ক্ষেত্রে একধাপ এগোনোর রাস্তা। যাই হোক অবিমৃষ্যকারীদের হঠকারিতার ফল ভুগতে হচ্ছে সমগ্র ক্যাডারকেই। এইরূপ পোস্টিং-এর ক্ষেত্রেও বিশেষত BLLRO কাকে করা হবে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ তীব্রভাবে কাজ করছে। উচ্চতর আমলাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও প্রকট হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ। ফলতঃ কেউ কেউ দীর্ঘদিন ব্লকে পড়ে থাকছেন, আবার অনেকেই অল্পদিনের মধ্যেই sub-divn./Dist HQ-এ পোস্টিং পাচ্ছেন। সিনিয়র জুনিয়রের কোনো ভেদাভদ করা হচ্ছে না। নির্দিষ্ট নীতি না মানার ফলে সর্বস্তরে চূড়ান্ত সুবিধাবাদ বিরাজ করছে। অতি সম্প্রতি দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত ২০০ জন SRO-II এর Transfer/posting-এর আদেশনামা ২/৩ দিনের মধ্যে খারিজ করতে হয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকেই। এ ঘটনা আমাদের দপ্তরে অভূতপূর্ব। প্রকাশিত আদেশনামায় কিছু addition/ alternation/ modification এগুলো আমরা অতীতে প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আস্ত নোটিফিকেশনটাই ক্যানসেল হওয়া সবাইকে চমকে দিয়েছে। কার অঙ্গুলিহলনে এ ঘটনা ঘটল আমরা জানিনা। এতে কি দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকের সম্মানহানি ঘটল না?

২.৪ SRO-II থেকে SRO-I প্রোমোশন গড়ে বছরে একবার হচ্ছে। তেমন কোনো আর্থিক লাভ না হওয়ার কারণে অনেকেই SRO-I প্রোমোশন নিয়ে দুরবর্তী স্থানে বদলী হতে চাইছেন না। ফলে unwilling-দের সংখ্যা বিস্তর। ইতিমধ্যে unwilling SRO-II-দের কিছু মানুষকে দুরবর্তী জেলায় পোস্টিং করা হয়েছে। কিন্তু সেই আদেশনামাও সকলে ক্যারিআউট করেননি। এ ব্যাপারে প্রশাসন সম্পূর্ণ উদাসীন। SRO-I দের ট্রান্সফার-পোস্টিং-এর জন্য একটি বদলীনীতি ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে সংগঠনগুলির সাথে আলোচনা না করেই। সেই নীতিও সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুবিধাবাদ কাজ করছে। কিছু মানুষ দিনের পর দিন কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে অবস্থান করছেন। একটি সংগঠনের নেতা দপ্তরের কোনো এক আধিকারিকের সাথে অনৈতিক যোগসাজসে একসময় ইচ্ছামত SRO-I পোস্টিং করাতেন এবং তার মধ্য দিয়ে অন্য সংগঠন ভাঙার খেলায় মেতে ছিলেন। আমাদের সংগঠনের লাগাতর agitation-র ফলে এরূপ ষড়যন্ত্র অনেকাংশে বন্ধ করা গেছে। এক্ষেত্রে দপ্তরের সর্বোচ্চ আধিকারিকের ভূমিকাকেও ব্যবহার করা গেছে

২.৫ বদলীনীতি দীর্ঘদিন পূর্ব থেকেই আমাদের দপ্তরে আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার কিছু পরিবর্তন/ পরিমার্জন প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সংগঠনের সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি। উল্টে বর্তমান বদলীনীতিও কর্তপক্ষ বারে বারে লঙ্ঘন করছেন। আসলে বদলীনীতি না মানাটাই কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক প্রবণতা। সংগঠনকে প্রতিমুহূর্তেই এ বিষয়ে উর্দ্ধতন আমলাদের সাথে লড়াই করতে হয়। other wing-এ দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু SRO-

II একই জায়গায় বহাল তবিয়তে বসে আছেন। কেউ কেউ ৮-১০ বছর ধরেও আছেন। জুনিয়াররাও আছেন, অথচ অনেক সিনিয়ররা ISU-তে পড়েই আছেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য সিনিয়র SRO-II দের other wing-এ দিতে হবে। ৫ বছর পর আবার তাদের ISU ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। Other wing-এ বহু সংখ্যক SRO-II ভ্যাকেন্সী আছে। সেগুলি পূরণ করা প্রয়োজন। তাহলে R.O. থেকে SRO-II promotionও বাড়বে। কিন্তু এ বিষয়ে বারংবার বলা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙানো যায়নি।

২.২.৬ Hardship/ Compassionate Ground-এ বদলীর বিষয়টি মূলত মানবিক। বদলীনীতিতে এরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলা থাকলেও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় তা সঠিকভাবে কার্যকর করা যাচ্ছে না। এই সময়কালে কিছু আদেশনামা প্রকাশ হয়েছে এবং আমাদের সংগঠনের সদস্যরাও কেউ কেউ Relief পেয়েছেন। কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। ফলত বেশ কিছু সদস্যের সমস্যার সুরাহা হয়নি। কিন্তু সংঠনের তৎপরতা জারী আছে। এসব ক্ষেত্রে সংগঠন সদস্যদের সমস্যার গভীরতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে। কোনো ব্যক্তি পছন্দ কাজ করেনি।

২.২.৭ Promotion, Transfer, Posting প্রতিটি বিষয়েই সংগঠন তার তৎপরতা জারী রেখেছে। অধিকর্তাস্তরে বা দপ্তরে নিয়মিত পারস্যুয়েশন জারী আছে। নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও সম্পাদকসহ সম্পাদকমণ্ডলীর একাধিক সদস্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে লাগাতার এই কাজ করেছেন। বিগত দুই বছরে অধিকর্তার ও ভূমিদপ্তর থেকে যে সকল আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে তা যদি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা যায় তবে এটা নিশ্চয়ই বোধগম্য হবে যে আমাদের সফলতার পাল্লা কোনো অংশে অপর দুটি সমিতির থেকে কম ছিল না। সংগঠন যদি সদা জাগ্রত না থাকত তা হলে এটা সম্ভভ হতো না। তবে এটা ঠিকই সমস্ত সদস্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, তা বাস্তবতার নিরিখে সম্ভবও নয়। আশাকরি সদস্যরা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ হলেও সংগঠনের পতাকাতলে থেকেই আমাদের উপর ভরসা রেখেছেন ভবিষ্যতে রিলিফ পাবার আশায়। নচেৎ তাঁরা অন্যরকম সিদ্ধান্ত নিতেন। আশানুরূপ ফল না হলে পারস্যুয়েশন নিয়ে সন্দেহ জাগা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে আমরা এক অসম লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছি। ফলত সাফল্য পাওয়া দিন দিন অত্যন্ত কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তবে অনুরোধ করব সদস্যদের সমস্যাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে তা সমাধান করার লক্ষ্যে আমরা ব্রতী আছি এ বিশ্বাস আমাদের উপর রাখবেন।

২.২.৮ WBCS (Exe)-এ Promotee-দের quota curtail করা হয়েছে তা সংখ্যা দেখে আমরা বুঝতে পারছি। যদিও এ বিষয়ে সরকারী কোনো আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে অপর দুটি সমিতির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে যৌথ আন্দোলন করতে চেয়েছিলাম। তারা রাজি হননি। আরেকটি সমস্যা হল WBCS (Exe.)-এ প্রোমোশন নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্যাডারের এক বিরাট অংশের মানুষের অনীহা। ফলতঃ প্রতিবছর Zone of consideration-এর তালিকায় বিপুল পরিমাণে unwilling candidate থাকছেন। ফলে WBCS (Exe)-এর কোটা পূরণ করা যাচ্ছে না। আমরা এ বিষয়ে কেবলমাত্র উইলিং ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে zone of consideration তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বারংবার আমাদের দপ্তর, PAR দপ্তর ও PSC-কে জানিয়েছি। কিন্তু কেউ কর্ণপাত করেননি। তাহলে

আরো দ্রুত SRO-II-রা WBCS (Exe)-এ যেতে পারতেন। এ বছর যাঁরা WBCS (Exe)-এ গেলেন তারা ১৩/১৪ বছরে (R.O. হিসাবে জয়েন করার সময় থেকে) প্রোমোশন পেলেন। যদিও এই প্রোমোশন আরো অন্তত একবছর আগে হতে পারতো। এ বিষয়ে আমাদের আগামীদিনে আরো তৎপর হতে হবে।

২.৩ **ক্যাডারগত আর্থিক দাবীদাওয়া:**

২.৩.১ বিগত দিনে কেবলমাত্র আমাদের প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে RO-দের Scale ১০ থেকে ১২ ও ১২ থেকে ১৪ করা সম্ভব হয়েছিল। SRO-II-দের ৩০১টা পদবৃদ্ধির ফলে R.O.-দের SRO-II Promotion পেতে ৬/৭ বছরের বেশী লাগছে না। এমনকি WBCS (Exe)-এ যাওয়ার ক্ষেত্রেও সময়টা কমে ১৩/১৪ বছর হয়ে গেছে। বর্তমানে MCAS দৌলতে ১৭ নং স্কেল সবাই reach করতে পারছেন। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিভাগীয় সার্ভিস গঠনের মধ্য দিয়ে ১৯ নং স্কেল অবধি পৌছোনোর চেষ্টা আমাদের করতে হবে। ৫ম বেতন কমিশন-এ আমরা SRO-II ও SRO-I-কে সংযুক্ত করে SRO ক্যাডার গঠন ও তাঁদের বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ১৬, ১৭, ১৮ নং স্কেল প্রদানের কথা বলেছিলাম। অপর দুটি সংগঠন তখন এই চিন্তা থেকে বহুদূরে ছিল। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ও একাধিক কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় আলোচনার পর সার্ভিসের পদ সংখ্যা ও স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনের মেমোরান্ডাম প্রস্তুত করি। বিগত ২৬শে অক্টোবর, ২০১৬ পে-কমিশনের কাছে তা জমাও দিই। সেখানে উত্থাপিত দাবীগুলি নিম্নরূপ:

১। SRO-II ও SRO-I সংযুক্ত করে SRO পদগঠন
২। ২০০ R.O পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে SRO পদে সংযুক্ত করা
৩। উচ্চতর পদবৃদ্ধি
৪। SRO ক্যাডারকে ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ স্কেল প্রদান
৫। ১০০% R.O.-কে SRO পদে প্রোমোশন।
৬। উপরোক্ত কাঠামো গঠন করে বিভাগীয় সার্ভিস গঠন।

বর্তমানে সার্ভিসের ফাইল শোনা যাচ্ছে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বিগত দুই বছরে বিভাগের সর্বোচ্চ আধিকারিক ও বিভাগীয় মন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবিষয়ে একাধিক পত্র প্রদান করেছি। বিভাগীয় সর্বোচ্চ আধিকারিকের সঙ্গে মৌখিকভাবেও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোনো অগ্রগতি হয়নি। অপর দুটি সমিতি অবশ্য বিগত বছর পাঁচেক ধরে আমাদের আশ্বাসবাণী শোনাচ্ছে সার্ভিস হয়ে গেলো বলে। যদিও তার কোনো লক্ষণ আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

২.৩.২ ৬ষ্ঠ পে-কমিশনের কাছে আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী ছিল WBSLRS, Gr-I-কে 'C' গ্রুপে সর্বোচ্চ বেতন অর্থাৎ ১৫নং বেতনক্রম প্রদান। বিগত দিনে R.O.-দের 'C' গ্রুপের সর্বোচ্চ বেতন দিতে হবে—এই লড়াইতে আমরা জয়ী হয়েছি। আমার মনে হয় বর্তমান বাস্তবতায় এই দাবীকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে। সদস্যদের মধ্যে এই দাবী সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। এই দাবী

পূরণ হলে কোনো প্রোমোশন না পেলেও কেবলমাত্র MCAS-র দৌলতে ক্যাডার-এর সমস্ত মানুষই ১৮ নং পৌঁছে যেতে পারবেন।

২.৩.৩ বিগত ৮/৯ বছরে কেবলমাত্র ডি.এ অপ্রাপ্তির কারণে আমরা বেশ কয়েক লক্ষ টাকা চিরতরে খুইয়েছি। জানুয়ারী, ২০ থেকে চালু হতে চলা পে-কমিশনেও ব্যাপক বঞ্চনা করা হয়েছে। HRA ১৫% থেকে ১২% করা হয়েছে। ৪৮ মাসের বকেয়া কার্যতঃ মেরে দেওয়া হয়েছে। ডি.এ নিয়ে মামলা চলছে। আগামীদিনেও ডি.এ অনিশ্চিত। পে-কমিশন রিপোর্ট সর্বসমক্ষে আসেনি। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে ঘোষিত হয়েছে বিভিন্ন ক্যাডারের দাবীদাওয়া Part-II তে আছে। সেই Part-II আদৌ কোনোদিন প্রকাশ পাবে তো? বর্তমান বাস্তবতায় যেখানে সাধারণ আর্থিক দাবীদাওয়া অর্জিত হচ্ছে না সেখানে ক্যাডারগত দাবীদাওয়া আদায় সম্পর্কে সংশয় জাগা কি অস্বাভাবিক? অপর দুটি সমিতির নেতৃত্বরা কি বলেন? বিগত দিনে পে-কমিশনের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও আমাদের সংগঠন বিগত সরকারের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা চালিয়ে ক্যাডারদের বেশীরভাগ দাবী আদায় করতে পেরেছিল। সে বাস্তবতা আজ আছে কি? সারমেয়র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কর্মচারীদের—যারা হাততালি দিয়ে সেই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তারা কি পারবেন মেরুদণ্ড সোজা করে দাবীদাওয়া জানাতে, নাকি পদলেহন করে যদি কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় সেই আশায় আছেন! আমরা প্রতিমুহূর্তে সদস্যদের দাবী সচেতন করার প্রয়াস চালাচ্ছি। সঙ্গে সেই দাবী নিয়ে লড়াই আন্দোলন করার রাস্তাতেও আছি। ওরা যতই চেষ্টা করুক আমরা আমাদের যৌক্তিক দাবী থেকে সরে আসছি না।

২.৪ আন্দোলন প্রসঙ্গ:

২.৪.১ বিগত ৮/৯ বছর দরে আমরা এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তাতে দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য আন্দোলন করাটাই অত্যন্ত দুরূহ হয়ে যাচ্ছে। পে-কমিশন লাগু করার জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে কর্মচারী সংগঠনের সম্পাদকসহ ১২ জন শীর্ষ নেতৃত্ব রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে বদলী হয়েছেন নিয়ম বহির্ভূতভাবে। শিক্ষক-কর্মচারী সহ অন্যান্য অংশের মানুষের আন্দোলনও কঠোর হাতে দমন করা হচ্ছে। আন্দোলন করতে গিয়ে শিক্ষক-কর্মচারীরা মারা গেছেন, পুলিশ-দুস্কৃতিদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী কর্মচারীবিরোধী বিষয়সমূহের বিরুদ্ধে আহুত বনধে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে কর্মচারীদের বেতন কাটা গিয়েছে, Dies-non হয়েছেন যা এককথায় নজিরবিহীন। ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার আইন-স্বীকৃত হলেও বর্তমান নিয়োগকর্তা কার্যক্ষেত্রে তা অস্বীকার করেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন করাটাই এখন অপরাধ। কর্তৃপক্ষ ইউনিয়গুলির সঙ্গে দেখাই করছেন না। ডেপুটেশন, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাবীদাওয়া নিয়ে সুষ্ঠু আলোচনা এখন অতীত। ক্যাডারের দাবীদাওয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য অধিকর্তা বিগত বছর দেড়েক কোনো সময় দেননি। বারংবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমরা অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পাইনি। দপ্তরের আধিকারিকরাও অনুরূপ ব্যবহার করেছেন। এই দমবন্ধ পরিবেশের থেকে মুক্তি কীভাবে মিলবে তা ভবিষ্যৎই জানে। তথাপিও একটি ক্যাডারদের প্রতি দায়বদ্ধ, সমাজসচেতন একটি সংগঠন হিসাবে আমরা লড়াই-আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে আসিনি। বরং অপর দুটি সংগঠনের মতো

কেবলমাত্র চাটুকারিতায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা আমাদের সাধ্যমতো বাস্তবতা অনুযায়ী লাগাতার লড়াই আন্দোলনের রাস্তাতেই ছিলাম। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল আমাদের অনুগামীরা বিপুল উৎসাহে এই সমস্ত প্রোগ্রামে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন যা আমাদের সাহস যুগিয়েছে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য।

২.৪.২ ২০১৮ ও ২০১৯ সালের ১লা মে বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে আমরা 'মে দিবস' পালন করেছি। রক্তপতাকা উত্তোলন এবং মে দিবসের তাৎপর্য্য আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান আমরা সফলভাবে প্রতিপালন করেছি। আজ যখন ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিনোদন এবং ৮ ঘন্টা বিশ্রাম—এই অর্জিত দাবী আক্রান্ত, কেন্দ্রীয় সরকার ৮ ঘন্টার বদলে ৯ ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করতে চাইছে, বিশেষতঃ আমাদের ক্যাডারের মানুষজনকেও শনি-রবি ও ছুটির দিনে কাজ করানো হচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যান্ত্রিকভাবে নয়, অর্জিত অধিকার রক্ষা করার লড়াইকে জারী রাখার জন্যই মহান 'মে দিবস' পালনের তাৎপর্য আরো বেশি বেশি করে উপলব্ধির মধ্যে আনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সেই তাগিদ থেকেই আমরা ধারাবাহিক লড়াই সংগ্রামের অন্যতম অনুষঙ্গ হিসাবে 'মে দিবস' পালন করেছি।

২.৪.৩ আমাদের সংগঠনের জন্ম হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ২৩শে মে রাইটার্স বিল্ডিং-এর ক্যান্টিন হলে সদ্য প্রয়াত কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা নেতৃত্ব অজয় মুখোপাধ্যায়-এর উপস্থিতি ও প্রেরণায়। প্রতি বছরের মতো ২০১৮ সালেও ২৩শে মে যথাযোগ্য মর্যাদায় সদস্যদের উপস্থিতিতে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে আমরা সমিতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করেছি। ক্যাডারের সর্বনাশকারী বিভেদের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেই আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিল। সেই সমস্ত ইতিহাস আমদের বারংবার পুনরুচ্চারণ করতে হয়, বিশেষত নবাগতদের এই ইতিহাস জানাটা অত্যন্ত জরুরী। ২০১৯ সালের ২৩শে মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছিল। ক্যাডারের প্রায় সমস্ত মানুষই কাউন্টিং-এ ব্যস্ত ছিলেন। ফলে মাত্র ২/৪ জনের উপস্থিতিতে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় দপ্তর আলোকসজ্জায় সজ্জিত করতে পেরেছিলাম মাত্র। কোনো আলোচনার অবকাশ ছিল না। পরবর্তীতে বিগত ৩১শে আগস্ট, ২০১৯ মৌলালী যুবকেন্দ্রে সমিতি আহুত বিক্ষোভ কর্মসূচীতে প্রাথমিকভাবে সংগঠন জন্মলগ্ন থেকে বিগত দিনে তার পথচলা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন সমিতির অন্যতম প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ষোড়শী প্রসাদ মিশ্র, যা উপস্থিত অনুগামীদের কাছে মনোগ্রাহী হয়।

২.৪.৪ বিগত ৩১শে আগস্ট, ২০১৯ আমরা মৌলালী যুবকেন্দ্রে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করেছিলাম। বিগত ৮/৯ বছরে ক্যাডারদের কোনো আর্থিক দাবীদাওয়া অর্জিত হয়নি। উপরন্তু WBCS (Exe)-এ যাওয়ার কোটা কমে গেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শনি-রবি-ছুটির দিনে কাজ। উপরি পাওনা মারধর। এই সাঁড়াশি আক্রমণে কাড্যারের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। তীব্র ক্ষোভ সকলের মধ্যে। তাই সংঠনের কেন্দ্রীয় বিক্ষোভ কর্মসূচীতে নানা সমস্যা, বাধা, বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রায় ৩৫০ জন সদস্য/ সদস্যা উপস্থিত হয়েছিলেন। ৭০ থেকে ২৫ সবাই ছিলেন। সংগঠনের ইতিহাসে এই বিপুল জমায়েত একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। সংগঠনের মতাদর্শের প্রতি গভীর

আস্থা এবং নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা না থাকলে এ জমায়েত সম্ভব হত না। এর সঙ্গে অনুঘটকের কাজ করেছে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা। সাধারণ সম্পাদক তীক্ষ্ণ লড়াই-সংগ্রামের দিশা দেওয়ার চেষ্টা করেন যা আশা করা যায় আগামীদিনে সদস্যদের অনুপ্রাণিত করবে।

.৫ আমরা যে কেবলমাত্র স্বার্থপরের মতো আমাদের নিজস্ব দাবীদাওয়ার মধ্যেই ঘুরপাক খাই না তার প্রমাণ অতীতে অনেকবার রেখেছি। সেই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই বিগত ১৫ই নভেম্বর, ২০১৯ আলিপুরস্থিত সার্ভে বিল্ডিং এ আমরা একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। শুক্রবার কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও সংগঠনের ডাকে প্রায় আড়াইশো অনুগামী ঐদিন সার্ভে বিল্ডিং-এ হাজির হয়েছিলেন। তার মধ্যে ৬০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে নবীন প্রজন্মের সদস্য এবং সদস্যাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। সংগঠনের ইতিহাসে এটাই বৃহত্তম রক্তদান কর্মসূচী। সদস্যরা বারে বারে আমাদের একডাকে যেভাবে সমবেত হয়েছেন তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়।

.৬ বন্ধু, আমরা যে রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে আছি সেখানে শোষণ, বঞ্চনা এটাই নিয়ম। এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আমরা যে শোষণহীন সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি তা বাস্তবায়িত করতে হলে মতাদর্শকে হাতিয়ার করে লড়াই-সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোনো শর্ট-কার্ট রাস্তা নেই। সংগ্রামবিমুখ মানুষ বালির মধ্যে মুখ গুঁজে বাঁচতে চায়। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে কল্পনাসাগরে ডুব দেয় সুখ-সমৃদ্ধির জন্য যা মরীচিকা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যে IT কর্মচারীরা একসময় মিছিল, মিটিং, বনধ্, করাকে অপরাধ মনে করতো তারা চাকুরি খুইয়ে এখন লাল ঝান্ডা নিয়ে মিছিল করছে। জেট এয়ারওয়েজের কর্মীরা বৈভবের শিখর থেকে অকস্মাৎ নিক্ষেপিত হয়েছে রাজপথে, মিলিত হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে। পেনসন বেসরকারীকরণ হয়েছে। সরকারী চাকুরীর নিরাপত্তাও আজ প্রশ্নের মুখে। ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধন করে সমস্ত অর্জিত অধিকার হরণ করার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের ক্যাডররাও এর বাইরে নয়। আমরাও ডি.এ বঞ্চনা, পে-কমিশনের বঞ্চনায় বিদ্ধ। প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছি। রক্তক্ষরণ হচ্ছে। 'সবাই চোর' বলে আখ্যায়িত হচ্ছি। অর্জিত অধিকার হরণ হচ্ছে। অপর দুটি সমিতি ম্যানেজমেন্টের তত্ত্ব আওড়াচ্ছে। বছর বছর পালাপার্বনের মতো 'রিলে অনশন' কর্মসূচী আজ অন্তর্হিত। ক্যাডারের মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। সেই ক্ষোভ যাতে নিয়োগকর্তার দিকে ধাবিত না হয় সেইজন্য কুমিরছানার মতো ঝোলা থেকে 'সার্ভিস' নামক বেড়াল বার করা হচ্ছে। এই সমস্ত বিভ্রান্তির কবল থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। সমাজের সকল শোষিত-বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কেবলমাত্র পরিস্থিতির পরিবর্তনই আমাদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে—এই বিশ্বাস নিয়েই আগামীদিনে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। এটাই হোক রাজ্য সম্মেলনের আলোচনার মূল ভরকেন্দ্র।

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলনে গৃহীত দাবী প্রস্তাব ---

সমিতির দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাব

সপ্তদশ রাজ্য সম্মেলন সমিতিগতভাবে ক্যাডার স্বার্থরক্ষায় এবং কর্মচারী স্বার্থরক্ষার্থে দাবীপ্রত্যয় স্থির এবং গ্রহণ করে সেগুলো আদায়ের লক্ষ্যে সদস্যদের সর্বোচ্চ সক্রিয়তা প্রত্যাশা করে।

ইতিপূর্বে জেলায় জেলায় হলসভা করে এবং জেলার দাবীসমূহকে সমীকৃত করে ৩১শে অগস্ট ২০১৯-এ মৌলালী যুবকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় জমায়েতের মাধ্যমে গৃহীত দাবী সনদ সকল উর্দ্ধতন এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে প্রশাসনের তরফ থেকে তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি দাবীগুলোর সুষ্ঠ সমাধানের জন্য।

সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মাচরী সমাজ বেতন কমিশনের রূপায়ণের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। একইসাথে মূল্যসূচকের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মহার্ঘ্যভাতা প্রাপ্তির দিন থেকে অনেক অনেক পিছিয়ে থাকায় এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারী সমাজ বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন। ফলে প্রকৃত আয়ের নিরিখে বেতনপ্রাপ্তি ক্রমশ ক্ষয়প্রাত হচ্ছে। এই বঞ্চনা সর্বস্তরে ব্যাপক ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি করে। নিয়োগকর্তা মহার্ঘভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে অনীহা দেখাচ্ছে এমনকি এ ব্যাপারে আদালতের আদেশ পালনেও টালবাহানা দেখানো হচ্ছে। এই প্রথম পে কমিশনে চালু হতে চললেও মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়। অধিকন্তু পে কমিশনে বকেয়া না দেওয়ায় কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

একইসঙ্গে আমাদের তিনটি cadre-এর দীর্ঘদিন লালিত এল আর সার্ভিস গঠনের দাবী (RO, SRO II এবং SRO I Cadre-এর সমন্বয়ে) কর্তৃপক্ষের কাছে উপেক্ষিতই থেকে গেছে। ভূমি সংস্কার প্রাশাসনকে আরো কর্মক্ষম করে তোলার প্রশ্ন, জনপরিষেবার কাজকে আরো গতিশীল এবং বাস্তবোচিত করার জন্য এবং বিভাগীয় আধিকারিকদের 'বিশেষজ্ঞতা'-কে এই বিভাগের অভ্যন্তরে যথাযথ ভাবে ব্যবহারের স্বার্থে সত্বর আমাদের দাবী মত এল আর সার্ভিস গঠনের প্রয়োজন।

পাশাপাশি বকেয়া কাজের পরিমানের তুলনায় আধিকারিক ও কর্মচারীদের অপ্রতুলতা, অসংখ্য শূন্যপদ পূরণ না হওয়া এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন ঘাটতির কারণে প্রত্যাশিত পরিষেবা দেবার প্রশ্নে জনগণের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। ছুটির দিনে এবং ছুটির পরেও আধিকারিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিয়ত অফিসের কাজ করতে হচ্ছে। বিষয়টি আরো জটিল আকার ধারণ করছে উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অদূরদর্শী, ও অপরিকল্পিত নানান নির্দেশাবলী প্রেরণের মাধ্যমে। ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতার কারণে, তথ্যপুষ্ট না হওয়ার জন্য এবং তৃণমূলস্তরে আমাদের যে তিনটি ক্যাডার কর্মরত তাদের সঙ্গে উপযুক্ত মতবিনিময়ের ক্রমসংকুচিত পরিসরে এই ধরনের অনভিপ্রেত বিপত্তি ইদানিং আরো বেশী বেশী করে ঘটছে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি মত শুধুমাত্র 'ফতোয়া' জারি করে সর্ব কর্তব্য এবং দায়িত্ব সাঙ্গ করার মনোবৃত্তি আখেরে সুষ্ঠ কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করছে। কাজের পরিমাণগত বৃদ্ধির সাথে গুণগত মান বৃদ্ধি করতে এবং সামঞ্জস্য আনতে কর্তৃপক্ষের এক তরফা ফতেয়াগুলো অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে।

এরই সাথে রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায়, ভূমি সংস্কার দপ্তরগুলোতে কায়েমী স্বার্থপুষ্ট মাতব্বরদের 'দাদাগিরি', অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, অনৈতিক, বে-আইনী এমনকি সরকারী স্বার্থবিরোধী কাজের জন্য চাপসৃষ্টির প্রবণতা বেড়েই চলেছে। বীরভূম, জলপাইগুড়ি, উত্তর ২৪ পরগনা, কোচবিহার সহ বিভিন্ন জেলায় বি এল এন্ড এলআর ও অফিসগুলোতে হামলা, ভীতিপ্রদর্শনের ঘটনা ঘটছে। সরকারী আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে, রয়্যালটি আদায়, বেআইনী বালি, পাথর, মাটি, মোরাম উত্তোলনের জন্য জরিমানা আদায় করতে গিয়ে আধিকারিক কর্মচারীরা আক্রান্ত হচ্ছেন অথচ প্রশাসন আজ ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছেন। সৎ নিষ্ঠাবান কর্মীদের সরকারী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে এই সব দৃষ্টান্ত তাদেরকে শুধুমাত্র নিরৎসাহিত করছে তাই নয় আইন ভঙ্গকারী ও সরকারী কাজে বাধাদানকারী শক্তিকে উৎসাহিতও করছে পরোক্ষভাবে। সামগ্রিকভাবে কাজের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

এই সম্মেলন তাই ক্যাডার স্বার্থবাহী একই সঙ্গে উন্নততর জনপরিষেবা প্রদানের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত দাবীসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য উত্থাপন করছেঃ—

১। ষষ্ঠ পে-কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে এবং ১.১.১৬ থেকে কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি.এ. সহ প্রদান করতে হবে।

২। অবিলম্বে সমগ্র বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় হারে এবং পদ্ধতিতে বছরে দুবার বকেয়া সহ মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।

৩। অবিলম্বে সমিতির দেওয়া স্মারকলিপি অনুযায়ী Cadre Structure-এ প্রার্থীত পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে SRO-II ও SRO-I ক্যাডার দুটির সংযুক্তিকরণ ঘটিয়ে ১৬নং বেতমনক্রম প্রদান করে SRO Cadre সৃষ্টি করতে হবে এবং ১৭, ১৮ এবং ১৯নং বেতনক্রমে নির্দিষ্ট পদসমূহে বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে Date of vacancy-এর দিন থেকেই Promotion দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। WBSLRS Gr-I-কে WBCS 'C' Group-এর সর্বোচ্চ বর্তমান বেতনক্রম অর্থাৎ ১৫নং Scale প্রদান করতে হবে।

৫। WBSLRS Gr-I পদে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ২০০টি পদ SRO পদে উন্নীত করতে হবে বরিষ্ঠতার ভিত্তিতে।

৬। উচ্চতর পদবৃদ্ধি সাপেক্ষে RO, SRO II এবং SRO-I ক্যাডারদের বর্তমান অবস্থানের সাথে ভারসাম্য রেখে SRO ক্যাডার সৃষ্টির মাধ্যমে বিভাগীয় সার্ভিস সৃষ্টি করতে হবে।

৭। অবিলম্বে RO, SRO-II এবং SRO-I Cadre-দের সকল শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৮। ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি বিভাগে কাজে গতিশীলতা আনতে এবং জনস্বার্থে RTPS আইন অনুযায়ী পরিষেবা সুষ্ঠভাবে প্রদানের জন্য অবিলম্বে আধিকারিক সহ এবং সকলস্তরের কর্মচারীদের শূন্যপদ পূরণ করতে হবে।

৯। e-Bhuchitra সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান করে Mutation, Conversion ও অন্যান্য জনপরিষেবামূলক কাজের অন্তরায় দূর করতে হবে। 'Link', 'Connectivity'-এর সকল সমস্যা দূর করতে হবে।

১০। সকল BL & LRO এবং SDL & LRO Office-এ Generator-এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং UPS-এর সকল সমস্যা দূর করতে হবে।

১১। সকল BL & LRO অফিসে সারা বছর গাড়ীর সংস্থান করতে হবে।

১২। অফিসে হামলা ও বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য প্রশাসনকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহহণ করতে হবে এবং হামলাকারীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩। পঃ বঃ ভূঃ সঃ আইনের ৫৮ ধারায় রক্ষাকবচ যেন বলবৎ থাকে তা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৪। বিধি অনুযায়ী সময়মতো সকল Departmental proceeding-এর নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৫। (ক) নিয়মিত ও সময়মতো বদলী আদেশ প্রকাশ করতে হবে। সমিতির প্রদত্ত সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমান প্রশাসনিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখে বিভাগীয় আধিকারিকদের বদলীনীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নির্দেশিকা প্রকাশ এবং কার্যকর করতে হবে।

(খ) Campassionate Ground-এ বদলীর বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সংবেদনশীলতার সঙ্গে দ্রুত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রকাশ করতে হবে।.

(গ) পাঁচ বছর মেয়াদান্তে Other wing থেকে Intregrated Setup এ Cadre-দের ফিরিয়ে আনতে হবে। অপরদিকে Other wing-এ বরিষ্ঠতা ও Option অনুযায়ী পোস্টিং দিতে হবে।

১৬। সকল WBSLRS Gr-I-দের সময়মতো Confirmation দিতে হবে।

১৭। (ক) উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ACR-এর অভাবে Cadre-দের বিভাগীয়স্তরে পদোন্নতি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি কর্তৃপক্ষকে পূরণ করতে হবে।

(খ) SAR-এ উদ্ভুত সকল সমস্যা দ্রুত নিরসন করতে হবে।

১৮। অবিলম্বে Gradation তালিকা হালতক সংস্কার করতে হবে এবং এ ব্যাপারে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৯। WBCS (Ex) পোস্টে প্রোমেশন প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম ফীডার SRO-II-দের 'Zone of Consideration'-এর পরিসর বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র Willing SRO-II-দের নিয়ে Eligibility List তৈরী করতে হবে।

২০। শনিবার ও রবিবার সহ সমস্ত ছুরি দিনে বিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করতে হবে।

২১। (ক) সকল অফিসে মহিলাদের জন্য উপযুক্ত প্রসাধন কক্ষের সংস্থান করতে হবে।

(খ) মহিলা আধিকারিকদের জন্য প্রকাশিত Child care leave এর আদেশনামার ভিত্তিতে ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহনা বন্ধ করতে হবে।

২২। প্রশাসনের সর্বস্তরের দুর্নীতি, অপচয় বন্ধ করা ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৩। উচ্চতর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংগঠনের মত বিনিময়ের সুযোগকে নিয়মিত রাখতে হবে এবং এই পরিসর কোনমতেই সংকুচিত করা চলবে না।

সপ্তদশ রাজ্যসম্মেলনে গৃহীত গঠনতন্ত্র সংশোধনী---

Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal

113/A, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700014

Draft proposal for a few amendments of GATHANTANTRA to be placed at 17th (biennial) State Conference held on 11th and 12th January 2020 at Kanchanjangha Stadium Hall, Siliguri, District - Darjeeling.

Amendment No. 1 :

After the present paragraph in Article 1(b), the following paragraph shall be inserted:

"The official website address of the Association shall be **allowb.org**".

Amendment No. 2 :

In Article 12(a), after present paragraph number 9, the following paragraph shall be inserted:

"The Central Secretariat shall have the power to nominate either a Joint Secretary or an Assistant Secretary as **the in-charge of all cyber-related activities.**"

Amendment No. 3 :

In Article 12(a), the words "Rs. 40/- (Forty)" in present paragraph number 10 shall be substituted by the words "**Rs. 60/- (Sixty)**" with effect from 1st January, 2020.

Amendment No. 4 :

In Article 22A(iii), the words "Rs. 2000" shall be substituted by the words "**Rs. 10,000/- (Ten Thousand)**".

Amendment No. 5 :

In Article 22A(iv), the words "will hold fund in his hands upto the extent of Rs. 500" shall be substituted by the words "will hold fund in his hands upto the extent of **Rs. 2,500/- (Two thousand five hundred)**"

And

The words "he is empowered to spend upto the extent of Rs. 500" shall be substituted by the words "he is empowered to spend upto the extent of **Rs. 2,500/- (Two thousand five hundred)**".

Amendment No. 6 :

The paragraph number 3 of Article No. 22A(v) shall be substituted with the following paragraphs :

"No separate bank account will be maintained at district level. District Fund will have to be deposited in one or more scheduled banks in the bank account of "**Association of Land and Land Reforms Officers, West Bengal**" with Registered PAN what would be jointly operated as the manner prescribed in Article 22A(i).

The accounts of such deposited District Funds and/or withdrawal of any amount thereof by the respective districts subject to the approval of the District Secretariat / District Executive Committee concerned will also be maintained by the Central Treasurer / Accountant under the head of **'District Reserve Fund'**."

Amendment No. 7 :

In paragraph 4 of Article 22A(v), the words "Rs. 2,500/-" shall be substituted by the words "**Rs. 10,000 (Ten thousand)**".

Amendment No. 8 :

In paragraph 5 of Article 22A(v), the words "Rs. 1,000" shall be substituted by the words "**Rs. 2,500/- (two thousand five hundred)**".

Amendment No. 9 :

In Article 26, after the words "The District Committee may publish or organise cultural presentation", the following words shall be inserted:

"workshop, training etc. on job-related matters for **job-enrichment & welfare of the members.**"

Amendment No. 10 :

In Article 27, the words "will be" shall be substituted by the words "**will preferably be**".

সপ্তদশ (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্যসম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের পরিচিতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১. আগত প্রতিনিধি – ১৯২ জন

২. পরিচিতির তথ্য প্রদান করেছেন – ১৪৪ জন

◦ প্রাপ্ত পরিচিতি তথ্যের ভিত্তিতেঃ-

মহিলা প্রতিনিধি – ১২ জন এবং পুরুষ প্রতিনিধি- ১৩২

◦ ভূমি- সংস্কার দপ্তরে যোগদানের নিরিখে –

১৯৮০ পূর্ব – ০৮ জন
১৯৮১-১৯৯০ – ০৭ জন
১৯৯১- ২০০০- ২৫ জন
২০০১- ২০১০- ৬৬ জন
২০১১-পরবর্তী – ৩৮ জন

◦ ক্যাডার পরিচিতির নিরিখে –

রাজস্ব আধিকারিক – ৭২ জন
বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক গ্রেড-২- ৬২ জন
বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক গ্রেড-১- ০৩ জন
এবং অবসরপ্রাপ্ত - ০৭ জন

◦ সংগঠনে যোগদানকালের নিরিখে –

১৯৮৭ সাল –০৭ জন
১৯৮৮-১৯৯০-০২ জন
১৯৯১-২০১০- ৫৮ জন
২০১১ পরবর্তী – ৭৭ জন

◦ রাজ্যসম্মেলনে উপস্থিতির নিরিখে –

১টি - ৩৭ জন
২-৬ টি – ৮৮ জন
৭-১১ টি - ১১ জন
১২-১৭ টি – ০৮ জন

রাজ্যসম্মেলনে আগত বয়োঃজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি – শ্রী দীপক কুমার সেনগুপ্ত

এবং

রাজ্যসম্মেলনে আগত সর্বকনিষ্ঠ প্রতিনিধি – শ্রী অভয়দীপ মন্ডল

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী

১	সভাপতি	দিব্যসুন্দর ঘোষ
২	সহ-সভাপতি	গৌতম সাঁতরা
৩		সোমা গাঙ্গুলী
৪		দেবব্রত ঘোষ
৫	সাধারণ সম্পাদক	চঞ্চল সমাজদার
৬	যুগ্ম-সম্পাদক	আশীষ কুমার গুপ্ত
৭		কৃশানু দেব
৮	সহ-সম্পাদক	শান্তনু গাঙ্গুলী
৯		শুভ্রাংশু বসু
১০	কোষাধক্ষ্য	আব্দুল্লা জামাল
১১	দপ্তর সম্পাদক	সুশান্ত কুমার কুণ্ডু
১২	পত্রিকা সম্পাদক	অম্লান দে
১৩	হিসাবরক্ষক	রিম্পা সাহা
১৪	সদস্য	অরিন্দম বক্সী
১৫		প্রণব দত্ত
১৬		বিশ্বজিৎ মাইতি
১৭		অনিমেষ ঘোষ
১৮		মহঃ সঈদ হাসান
১৯		গৌতম সর্দার
২০	স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য	বাসুদেব রায়
২১		সুদীপ সরকার
২২		প্রনবেশ পুরকাইত
২৩		সৌগত বিশ্বাস
২৪		দেবাংশু সরকার
২৫		শিবপ্রসাদ দাস

জোনাল সম্পাদকমন্ডলী

জোন	জোনাল সম্পাদক
দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার	নৃপেন্দ্রনাথ সরকার
উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর	প্রহ্লাদ বর্মন
মালদহ ও মুর্শিদাবাদ	শুভব্রত মিত্র
পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম	কৌশিক পাত্র
বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া	তারক হালদার
পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম	কৌশিক সামন্ত
হাওড়া ও হুগলী	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী
নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা	শুভ্রান্ত ঘটক
কোলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা	কৃশানু সেন

জেলা সম্মেলন থেকে নির্বাচিত জেলা কমিটির পদাধিকারীগণ

	জেলা	সভাপতি	সম্পাদক	কোষাধক্ষ্য	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
১	দার্জিলিং	রিনঝি লামা শেরপা	মনোতোষ অধিকারী	শ্যাম দেওয়ান	শ্যাম দেওয়ান
২	আলিপুরদুয়ার	সন্দীপন মুখার্জী	অসিত কুমার দাস	খুশবু লামা	দীপঙ্কর সাহা
৩	কোচবিহার	প্রবাল দাশগুপ্ত	গোপাল বিশ্বাস	ঋদ্ধি চক্রবর্তী	সায়ন্তন হোমচৌধুরী
৪	জলপাইগুড়ি	সুমিতকান্তি ভট্টাচার্য্য	প্রদীপ্ত চন্দ	ধনঞ্জয় দাস	মহঃ কুতুবুদ্দিন
৫	উত্তর দিনাজপুর	প্রহ্লাদ বর্মন	প্রতীপ পাল	শিবেন সরকার	সুমন বিশ্বাস
৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	সুভাষ মোহান্ত	তরুণ বর্মন	প্রেম শেরিং শেরপা	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
৭	মালদহ	অনন্যা দত্ত	সৌমিক চৌধুরী	শৌভিক সাহা	শৌভিক সাহা
৮	মুর্শিদাবাদ	অসীম কুমার দাস	শ্রমীশ প্রসাদ চন্দ্র	অচিন্তম ঘোষ	অরিজিৎ ঘোষ
৯	বীরভূম	সুব্রত সরকার	সুদীপ মজুমদার	বেনীমাধব ব্যানার্জী	চিন্ময় বসাক
১০	পূর্ব বর্ধমান	শোভন চক্রবর্তী	শান্তনু সরকার	দেবব্রত ঘোষ	বাবলু বিশ্বাস
১১	পশ্চিম বর্ধমান	অর্ণব বিশ্বাস	মৌলীনাথ গোস্বামী	অমিতাভ আশ	উদয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
১২	বাঁকুড়া	দিলীপ কুমার মন্ডল	বিপ্লব কুমার দাস	প্রকাশ চ্যাটার্জী	সুদীপ্ত দত্ত
১৩	পুরুলিয়া	পুলক চ্যাটার্জী	অমিত সরকার	প্রশান্ত বিশ্বাস	কৃষ্ণেন্দু কবিরাজ
১৪	ঝাড়গ্রাম	প্রনবেশ পুরকাইত	দেবার্চন চক্রবর্তী	নবোদিতা পাল	জগন্নাথ সোরেন
১৫	পশ্চিম মেদিনীপুর	কল্যান কুমার মাইতি	শুভদীপ চ্যাটার্জী	বাপি সরকার	কৃষ্ণপ্রসন্ন গাঙ্গুলী ও তন্ময় চ্যাটার্জী
১৬	পূর্ব মেদিনীপুর	বিকাশ নন্দী	অভিজিৎ পাল	সনৎ বিশ্বাস	দেবাশীষ বসাক
১৭	হাওড়া	দেবাশীষ ব্যানার্জী	সৌগত বিশ্বাস	ইন্দ্রনীল পাল	বিভোর চন্দ্র দাস
১৮	হুগলী	বাপ্পাদিত্য ব্যানার্জী	প্রদীপ দাস	নিলোৎপল ভট্ট	সোমশেখর সরকার
১৯	নদীয়া	চন্দনকান্তি মিস্ত্রী	দেবাংশু সরকার	হিমেন বিশ্বাস	প্রসেনজিৎ চৌধুরী
২০	উত্তর ২৪ পরগণা	দেবাশীষ মুখার্জী	মনোজ কুমার মাইতি	সৌরভ চ্যাটার্জী	মানব কুমার দাস ও পার্থপ্রতিম সাহা
২১	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	অমৃত ঘোষ	মহঃ সঈদ হাসান	স্বপন সাহা	আমিনুল ইসলাম খান ও সুশান্ত কুণ্ডু
২২	কোলকাতা	দেবপ্রসাদ মুখার্জী	অমলেশ ঘোষ	জয়ন্তী চক্রবর্তী	আদিত্য মজুমদার

স্মরণ :-

গভীর শোকের সঙ্গে উল্লেখ্য যে বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি আমাদের ক্যাডারের প্রবীন আধিকারিক দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বর্ষীয়ান সদস্য ও সক্রিয় কর্মী ইরফান আসাদ-কে। বিগত সময়কালে আমরা হারিয়েছি আমাদের এক প্রাক্তন সহকর্মী দীপঙ্কর রায়-কে ।

সম্প্রতি জীবনাবসান ঘটেছে –

চুনী গোস্বামী – বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড়

ঋষি কাপুর - অভিনেতা

ইরফান খান - অভিনেতা

ঊষা গাঙ্গুলী – বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব

প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড়

রামকৃষ্ণ দ্বিবেদী – স্বাধীনতা সংগ্রামী

সতীশ গুজরাল – স্থপতি

রামস্বামী বিশ্বনাথন – তামিল চিত্রপরিচালক

সন্তু মুখোপাধ্যায় – অভিনেতা

হোসনি মুবারক – ইজিপ্ট এর প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান

কৃষ্ণা বসু – শিক্ষাবিদ এবং প্রাক্তন সাংসদ

ভি এল দৎ -ফিকি-র প্রাক্তন সভাপতি

কিশোরী বল্লাল – প্রবীন কানাড়া চলচ্চিত্র অভিনেতা

আর কে পচৌরী – (TREI) র প্রাক্তন প্রধান

কোবে ব্রায়ান্ট – ক্রীড়াবিদ

বিনয় সিনহা – হিন্দি চিত্রপরিচালক

মনমোহন মহাপাত্র – ওড়িয়া চিত্রপরিচালক

সুলতান কাবুস - ওমান এর রাজা

আকবর পদমসি –চিত্রশিল্পী

টি এন চতুর্বেদী – কর্ণাটকের প্রাক্তন রাজ্যপাল

প্রমুখ দেশে ও বিদেশের স্ব স্ব ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

বর্তমান সময়কালে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সারা পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষাধিক মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন, মারা গেছেন ২ লক্ষাধিক মানুষ যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – আমেরিকান গায়ক জন প্রিন্স, ফ্রেড দ্য গডসন, জোয়েল রগোসিন, সিনেমাটোগ্রাফার অ্যালেন ডাভিয়া, নাট্যকার টেরেন্স ম্যাকনেলী, অভিনেতা হিলারী হ্যাথ, অ্যালেন গারফিল্ড, লি ফির্রো (য'শ খ্যাত), অ্যান্ড্রু জ্যাক (স্টার ওয়ার্স খ্যাত), মার্ক বাম, লুসিয়া বশ, জাপানী অভিনেতা কেন সিমুরা, আফ্রিকান স্যাক্সোফোনবাদক মানু দিবাঙ্গো, চিলি র লেখক লুই সেপুলভেডা, অঙ্কশাস্ত্রবিদ জন হর্টন কনওয়ে, নিউজ প্রোডিউসার ও টি ভি জার্নালিষ্ট মারিয়া মার্কাডের, চীনা চিকিৎসক লি ওয়েনলিয়াং, ফুটবল খেলোয়াড় অরল্যান্ডো ম্যাকড্যানিয়েল প্রমুখ। এই ভাইরাস সংক্রমনের মোকাবিলায় সম্প্রতি শহীদ হয়েছেন আমাদের রাজ্যের অন্যতম স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিপ্লব দাশগুপ্ত।

প্রয়াতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সুগভীর শ্রদ্ধা।

জেলা কমিটির
উদ্যোগে
সংগঠনের পক্ষ
থেকে ত্রাণ
সামগ্রী প্রদান

কর্মীদের পাশে

খড়্গপুর: লকডাউনে সমস্যায় পড়েছেন সাফাই কর্মীরা। তাঁদের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের আধিকারিকদের সংগঠন 'অ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স পশ্চিমবঙ্গ'- এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাখা। বৃহস্পতিবার সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল খড়্গপুরে এসে বেশ কয়েকজন সাফাই কর্মীকে খাদ্য সামগ্রী দেয়। দেওয়া হয়েছে চাল, ডাল, আলু, তেল, পেঁয়াজ, নুন প্রভৃতি। সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব জানিয়েছেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁদের এই উদ্যোগ।

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
উত্তর দিনাজপুর : ২৪/০৪/২০২০

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
মালদা : ২৬/০৪/২০২০
ওয়েস্ট বেঙ্গল
মালদা জেলা শাখা

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
মুর্শিদাবাদ : ২৭/০৪/২০২০

অফিসার্স,
ওয়েষ্টবেঙ্গল
মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
কোচবিহার : ২৯/০৪/২০২০

Association of Land
and Land Reforms Officers
West Bengal (ALLO)

Association of Land
and Land Reforms Officers
West Bengal (ALLO)

Association of Land
and Land Reforms Officers
West Bengal (ALLO)
COOCH BEHAR DISTRICT COMMITTEE.
আপনারা জানেন কী

Association of Land
and Land Reforms Officers
West Bengal (ALLO)

Association of La
and Land Reforms
West Bengal (ALLO)

Association of La
and Land Reforms
West Bengal (ALLO)

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
দার্জিলিং : ২৯/০৪/২০২০
WELCOME
ASSOCIATION OF LAND AND LAND REFORMS OFFICERS WEST BENGAL
DARJEELING DISTRICT
SILIGURI

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
হাওড়া : ২৯/০৪/২০২০
আলো

দুঃস্থদের ত্রাণ সামগ্রী বিতরন
পুরুলিয়া - ৩০/০৪/২০২০
অফিসার্স
ওয়েষ্ট বেঙ্গল
পুরুলিয়া জেলা শাখা

ঐতিহাসিক মে দিবস জিন্দাবাদ

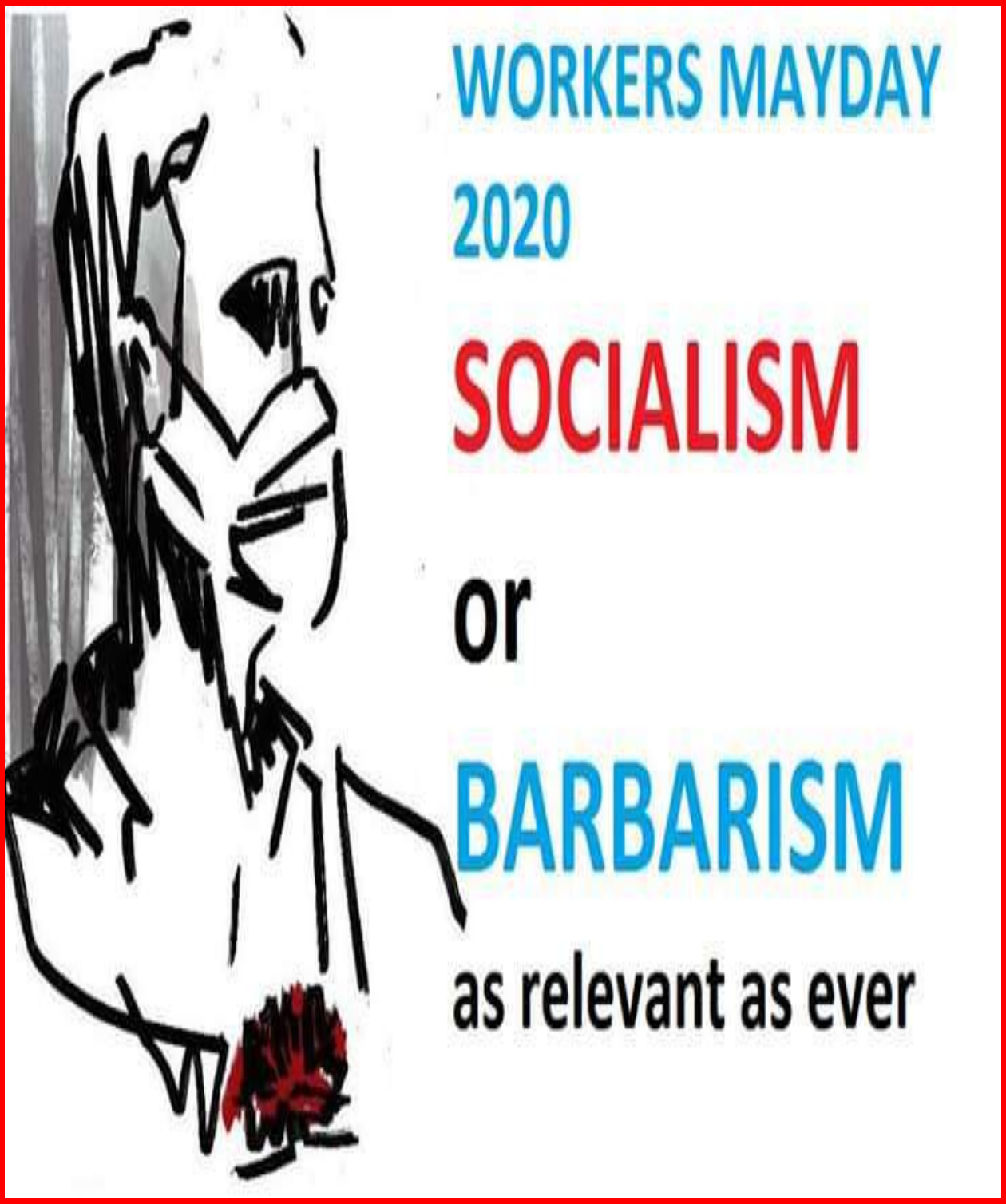

সম্পাদক : অঞ্জান দে, এ্যাসোসিয়েশন অফ ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রিফর্মস অফিসার্স, ওয়েস্ট বেঙ্গল - এর পক্ষে সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল সমাজদার কর্তৃক প্রকাশিত